اَلْمَلِك

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

‘আসমাউল হুসনা’ অর্থাৎ ‘আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ’ ৯৯টি। আসমাউল হুসনার আজকের আলোচনার বিষয় ৪র্থ নাম ‘আল মালিক’।

مَلِك শব্দের মূল ك ل م দ্বারা গঠিত বিভিন্ন শব্দ পবিত্র কোরআন মজিদে ২০৬ বার এসেছে। এবং বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন ‘রাজা’, ‘রাজ্য’, ‘ফিরিশতা’ ইত্যাদি। কিন্তু ‘অল্লাহ ‘আল মালিক’ মাত্র ৫ বার এসেছে। ‘আল মালিক’ শব্দের অর্থ ‘রাজাধিরাজ’।

পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ হচ্ছে:

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى اَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِى اَلأَرْضِ اَلْمَلِكِ اَلْقُدُّوسِ اَلْعَزِيزِ اَلْحَكِيمِ ﴿١﴾

সূরা আল জুমুয়া ১ নং আয়াত -

মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তাসবিহ করছে আল্লাহর, যিনি মহান সম্রাট, অতিশয় পবিত্র, মহাশক্তিধর, মহা প্রজ্ঞাবান।

قُلِ اَللّٰهُمَّ مَالِكَ اَلْمُلْكِ تُؤْتِى اَلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ اَلْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ اَلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

সূরা আলি ইমরান ২৬ নং আয়াত -

(হে নবী) বল: হে আল্লাহ! সমস্ত কর্তৃত্বের মালিক তুমি। যাকে ইচ্ছা তুমি ক্ষমতা দান করো এবং যার থেকে ইচ্ছা তুমি ক্ষমতা কেড়ে নাও। যাকে ইচ্ছা তুমি ইজ্জত দান করো এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করো। সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয়ই তুমি সব বিষয় সর্ব শক্তিমান।

مَـٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٤﴾

সূরা আল ফাতিহা ৪ নং আয়াত -

(যিনি) প্রতিফল দিবসের মালিক।

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ اَلنَّاسِ ﴿١﴾
مَلِكِ اَلنَّاسِ ﴿٢﴾

সূরা আন নাস ১ এবং ২ নং আয়াত -

(হে নবী) বলো: আমি আশ্রয় চাই মানবজাতির প্রভুর কাছে। মানবজাতির সম্রাটের কাছে।

فَتَعَالَىٰ ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْآنِ مِن قَبْلِ إَن يُقْضَىٰٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً ﴿١١٤﴾

সূরা তোয়াহা ১১৪ নং আয়াত -

আল্লাহ অতীব মহান, প্রকৃত সম্রাট তিনিই। তোমার প্রতি ওহী সম্পন্ন হবার আগেই তুমি তাড়াহুড়া করে কোরআন পাঠ করো না। তুমি বলো: আমার প্রভু! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করো।

বুখারী ও মুসলিমের সহীহ হাদীস:

যেই ব্যক্তি দৈনিক ১০০ বার পড়বে –

لا إلهَ إلاَّ اللَّه وحْدهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁর, সমস্ত প্রশংসা তাঁর, তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

তাকে ১০০ দাসমুক্তি, ১০০ কল্যাণ কাজ এর পুরস্কার দেয়া হবে। এবং তার আমলনামা থেকে ১০০ অন্যায় কাজ মুছে দেয়া হবে। এবং পুরো দিন শয়তানকে তার থেকে দূরে রাখা হবে।

আন নাসায়ী শরীফের সহীহ হাদীস:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বিতির নামাজের পর তিনবার দোয়া করতেন -

سُبْحَانَ المَلِكِ الْقُدُّوْس

"সুবহান আল মালিকিল কুদ্দুস"। আল্লাহ অতি পবিত্র, মহান সম্রাট।
তৃতীয়বার স্বর উচ্চ করে পড়তেন এবং পরে বলতেন –

رب الملائكة والروح

“রাব্বি মালাইকাতি ওয়ার রুহী”। আমার এবং ফেরেশতাকুল ও রুহের রব।

রাজাধিরাজ আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা চরম গুনাহের কাজ। আল্লাহ তা'আলা শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না।

সুতরাং সে রাজার কাছে ভিখারি রাজা মাগিব তাঁহার কাছে। আমাদের যেকোন প্রয়োজন এর জন্য সরাসরি রাজাধিরাজ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছেই প্রার্থনা করব।
শিরক্ মুক্ত জীবন যাপন করার তৌফিক আল্লাহতালা আমাদেরকে দান করুক।

আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।